ডিজিটাল বাংলাদেশ Digital Bangladesh · ICT DIVISION FUTURE IS HERE · তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT

আইসিটি বর্ষ-০২ ◢ সংখ্যা-০৭ ◢ ঢাকা, এপ্রিল-২০১৯

নিউজলেটার

ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা 'নগদ' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন
"নগদ"
এর শুভ উদ্বোধন

ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নিউজলেটার ডেস্ক : গত ২৬ মার্চ গণভবনে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃণমূলের ব্যাংকিং সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের মাঝে আর্থিক লেনদেনের বৈধ সুবিধা দিতে ডাক বিভাগ এই সার্ভিস চালু করেছে। এই সার্ভিসের মাধ্যমে যে কেউ কম খরচে দ্রুত ও নিরাপদে আর্থিক লেনদেন করতে পারবে।

এ-সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক সুশান্ত কুমার মন্ডল এবং নগদ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভির এ মিশুক।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানীর একটি হোটেলে ডাক বিভাগের মোবাইল ব্যাংকিং সেবার হিসাব খোলার গ্রাহক তথ্যের এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

এ সময় তিনি বলেছিলেন, দেশের মানুষের সুবিধার্থে সরকার বিভিন্ন সেবা আনছে। এর ধারাবাহিকতা এবং প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পের ভিত্তিতেই এসেছে ডাক বিভাগের সেবা 'নগদ'।

এ সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, মোবাইল অপারেটর রবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহতাব হোসেন, টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অণুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সহিদুল ইসলাম এবং ডাক বিভাগ ও নগদের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

নগদ অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি

আপনার এলাকার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে গিয়ে নগদ অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, থানা, গ্রাম, ইউনিয়ন পর্যায়ে পোস্ট অফিস রয়েছে। এজন্য লাগবে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও দুই কপি ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি। এগুলো নিয়ে নিকটস্থ পোস্ট অফিস বা অনুমোদিত নগদ এজেন্ট দোকানে গিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে পারেন।

ডব্লিউএসআইএস সম্মেলনে অনন্য অর্জন

একটি উইনারসহ ৯ পুরস্কার বাংলাদেশের

WSIS PRIZES

আইটিইউ মহাসচিব হাউলিন ঝাউয়ের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন আইসিটি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ও প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

আয়শা সিদ্দিকা : সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গত ৮ থেকে ১২ এপ্রিল ৫ দিনব্যাপী ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জেনেভা কনভেনসন সেন্টারে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ সম্মেলন প্রতিবছর আয়োজন করে থাকে যৌথভাবে জাতিসংঘের আইসিটি সংক্রান্ত বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি ও ইউএনসিটিএডি। এবারের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিসহ সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। অন্যদিকে ফোরাম সৃষ্টির ইতিহাসে এই প্রথম টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির আন্তর্জাতিক এ ফোরামে সম্মানজনক সভাপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডব্লিউএসআইএস ফোরাম-১৯-এর নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং ফোরাম কো-চেয়ারম্যান আইটিইউ মহাসচিব হাউলিন ঝাউ। ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের সভা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডটেবিল মডারেট করে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। গোলটেবিলে প্রতিটি দেশের মন্ত্রীগণ নিজ নিজ দেশের ভাবনার কথা বলেছেন। তাদের বর্তমান অবস্থান, পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি, এসডিজির সঙ্গে কানেক্টিভিটি এবং ডব্লিউএসআইএস-এর অবজেকটিভগুলোর সম্পৃক্ততা নিয়ে কথা বলেছেন। অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাইবার সিকিউরিটির বিষয়ে, কেউ কেউ ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। এসেছে ই-গভর্নেন্স, স্মার্ট গভর্নমেন্টের বিষয়গুলো।

বাংলাদেশের পক্ষে আলোচনা করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে তিনটি প্রস্তাব রাখেন। প্রথমত আইটিইউ-এর উদ্যোগে একটি 'সেন্টার ফর সাইবার সিকিউরিটি' স্থাপন করা, দ্বিতীয়ত সেন্টার অব এক্সিলেন্স যার ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি স্থাপন এবং তৃতীয়ত এসডিজি ট্র্যাকার সিস্টেম বাস্তবায়ন যেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন উদ্বোধন করেছিলেন। পেরুসহ আরও দশ দেশ এটুআইয়ের কাছ থেকে এই সহযোগিতা ইতোমধ্যেই নিতে শুরু করেছে। এটিকে আইটিইউয়ের সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য কাস্টমাইজ করে দেয়া। জুনাইদ আহমেদ পলকের এ প্রস্তাবের বিষয়ে বৈঠকে আইটিইউ মহাসচিব বলেন, এটি রিভিউ হবে এবং এর নেতৃত্ব বাংলাদেশকে দেয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনা করা হবে। সেশনের মূল মডারেটর মোস্তাফা জব্বার তার মূল বক্তব্যে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সমস্যা-সম্ভাবনা-চ্যালেঞ্জ সবকিছু নিয়ে সব দেশগুলোর একসাথে কাজ করার কার্যকর প্লাটফর্ম হতে পারে ডব্লিউএসআইএস। তিনি বলেন, এখানে সবার কেসস্টাডিগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এতে এক দেশ আরেক দেশের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে পারবে। কোন দেশ কোন খাতে শক্তিশালী আবার কোন দেশ সেই খাতে দুর্বল। পারস্পরিক সহযোগিতায় সবাই মিলে একসাথে সমস্যাগুলো দূর করা যাবে। এছাড়া গ্লোবাল ভাবনাকে সামনে রেখে স্থানীয় অ্যাকশনগুলো তৈরি হলে ডব্লিউএসআইএসের ২০৩০ সালের অবজেকটিভ বাস্তবায়ন সহজ হবে।

বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব একাডেমি স্থাপনে সহযোগিতা করবে ওয়াইপো

বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব একাডেমি স্থাপনে সহযোগিতা করবে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন বা ওয়াইপো। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদর দপ্তরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সঙ্গে এক বৈঠকে একথা জানান ওয়াইপোর মহাপরিচালক ফ্রান্সিস গুরি।

(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন সজীব ওয়াজেদ

স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়

নিউজলেটার ডেস্ক : ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। এছাড়া দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম, ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা প্রকাশ ও একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এই স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস এবং ডাক বিভাগের মহাপরিচালক এস এস ভদ্র এ-সময় উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ৪র্থ বিপিও সামিট-২০১৯

এস এম এম ইশতিয়াক আহমেদ :

Transforming Service To Digital-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কলসেন্টার এ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)-এর যৌথ উদ্যোগে ৪র্থ বারের মত ২১-২২ এপ্রিল, ২০১৯ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৯' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশীয় বিপিও শিল্পের সাফল্য, সক্ষমতা ও সরকারের নানামুখী উদ্যোগ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করাসহ বিশ্বব্যাপী এই শিল্পের ব্যাপ্তি ঘটাতে এবং এই খাতে ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সমুন্নত রাখতে বিপিও সামিট আয়োজন করা হয়। এই সামিটটি দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

এবারের সামিটে থাকছে তরুণদের জন্য কাজের সুযোগ, দক্ষতা ইত্যাদি নিয়ে ৮টি সেমিনার, ৩টি গোলটেবিল আলোচনা ও নলেজ শেয়ারিং সেশন। ব্যবসায়ীদের জন্য থাকছে বিটুবি নেটওয়ার্ক সেশন। এছাড়া প্রতিদিন তরুণদের জন্য থাকছে তাৎক্ষণিক চাকুরীর সুযোগ। সামিটে বিভিন্ন সেশনে ৪০ জন স্থানীয় প্রতিনিধি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্ডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিপিও কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ২০ জন বিদেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

২১ এপ্রিল সকাল ১১টায় হোটেল সোনারগাঁও-এর বলরুমে বিপিও সামিট-২০১৯-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সকাল ১০টা ৫ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)'র সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের

(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)

বিপিও সামিট-২০১৮

বিপিও'র বিশ্ববাজার ও আমাদের সম্ভাবনা

| এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন |

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে ভর করে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অনন্য উপজাত (By product) আউটসোর্সিং। যার একটি সম্ভাবনাময় ও বহুল বিস্তৃত শাখা হলো বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (BPO)। বর্তমানে এ খাতটি আইটি জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন তরুণের আত্মকর্মসংস্থানের এক চমৎকার সুযোগ। বর্তমান বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর ক্রমবর্ধনশীল অফিস স্থাপন ও পরিচালন-ব্যয়, কর্মীদের বেতন-ভাতা, যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সাশ্রয় ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এ পদ্ধতিটির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে দ্রুতই। বিশ্ব বাজারে বর্তমানে যার আকার ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ক্রমবর্ধমান, প্রায় ১৮-২০% হারে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারের বাজারে অংশ নিতে সক্ষম হয়েছে, যা মোট অপেক্ষমাণ কাজের ১% এরও কম। অতএব বিপিও শিল্পে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিশাল সুযোগ। এটির সিংহভাগ যদি আমরা আহরণ করতে পারি তাতে এ দেশে আর কেউ বেকার থাকবেনা এবং বৈদেশিক আয় হতে পারে গার্মেন্টস খাতের চেয়েও বেশি। ভারত, ফিলিপাইনস এবং শ্রীলংকার মতো দেশগুলি ইতোমধ্যেই একটি সমৃদ্ধ BPO শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ করছে।

(বাকি অংশ ৫-এর পৃষ্ঠায়)

তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন বিপিও সামিট-২০১৯

(১ম পৃষ্ঠার পর) চেয়ারম্যান মো: জহুরুল হক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিদেশি অতিথি, কী-নোট

বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) পরিচালক মুহাম্মাদ সাহাব উদ্দিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

সেরারা পেল বার্ষিক ডেল প্রযুক্তি অ্যাওয়ার্ড

ডেস্ক রিপোর্ট : ডেল টেকনোলজি অব বাংলাদেশ আয়োজন করেছে বার্ষিক ডেল প্রযুক্তি অ্যাওয়ার্ড-২০১৯।

DELL Technologies

গত ২ এপ্রিল রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ২০১৯ অর্থবছরে (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯) ডেল পণ্য বিক্রিতে অসামান্য অবদান রাখায় স্থানীয় পার্টনারদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ডেলের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট অব এশিয়া ইমার্জিং মার্কেট ও সাউথ এশিয়া কনজিউমার অ্যান্ড স্মল বিজনেস কে আলোখাই, এশিয়া ইমার্জিং মার্কেটের চ্যানেল ডিরেক্টর ক্রিস পাপা, ডেল বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার অতিকুর রহমান।

আইসিটি বিভাগের আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের নানা আয়োজন

বাঙালির সেতুবন্ধন হচ্ছে বাংলা নববর্ষ

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল সন্তানরাই হবে আগামীর বাংলাদেশের রূপকার

বিপিওর তরুণদের কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে

ঘোষণা

ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত্তি জ্ঞানকর্মী

সম্পাদকীয়

আশা জাগানিয়া বিপিও

দৃষ্টিপাত

তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

সিড়া হাই-টেক পার্ক পরিদর্শন করলেন মোস্তাফা জব্বার

রাজশাহীতে মতবিনিময় সভা

রংপুরে 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেমিনার

খুলনায় 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেমিনার

ভালুকায় পুরস্কার ও কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ

দোহারে সরকারি ডোমেইন এবং ই-মেইল খোলার বিশেষ উদ্যোগ

সাভার উপজেলা পরিদর্শনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক

কিশোরগঞ্জে বেসিক আইসিটি প্রশিক্ষণ

ই-নথি : সরকারি অফিসে নতুন যুগের সূচনা

শুরু হল 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রতিযোগিতা

| সৈয়দ মজিবুল হক |

স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার ওয়ান প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের স্টার্টআপ বাংলাদেশ উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'আমার উদ্ভাবন, আমার স্বপ্ন' স্লোগানে শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী ভাবনা বাস্তবায়ন ও উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার প্লাটফর্ম 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার ওয়ান' প্রতিযোগিতা। গত ৮ মার্চ রাজধানীর আইসিটি টাওয়ারের প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষ এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)-এর সহযোগী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ-আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক।

ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনারশিপ একাডেমি-আইডিয়া প্রকল্প এবং দেশের তরুণদের স্বপ্নের ও সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম ইয়াং বাংলা'র যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে এ প্রতিযোগিতা। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে চলমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী ভাবনা ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হবে। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে খুঁটিনাটি ধারণাগুলো নিয়ে কাজ করা হবে।

প্রতিযোগিতায় দেশের আট বিভাগের ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেরা ৩টি করে দল বাছাই করা হবে। ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২০টি দল নিয়ে সাভারে অনুষ্ঠিত হবে 'জাতীয় স্টার্টআপ ক্যাম্প'। পরে দর্শক এবং বিচারকদের ভোটে বাছাই করা হবে মূল প্রতিযোগিতার শীর্ষ ৩০ স্টার্টআপ। জাতীয় পর্যায়ের সেরা ১০টি স্টার্টআপকে আইডিয়া প্রকল্প থেকে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ও পরামর্শসহ যাবতীয় সহায়তা দেয়া হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সহায়তা করবে ইয়াং বাংলার ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডরগণ।

আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক জানান, কোনো তরুণের উদ্ভাবনী ভাবনা ও পরিকল্পনা যাতে সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট না হয় সে লক্ষ্যেই কাজ করছে আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প। মূলত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ শুরু হয়েছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে সামনে রেখে মেধাভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর দিকনির্দেশনায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবে ইনোভেশন কালচার, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং এন্ট্রাপ্রেনারিয়াল সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।

লেখক : প্রকল্প-পরিচালক, আইডিয়া প্রকল্প

বিপিও'র বিশ্ববাজার ও আমাদের সম্ভাবনা

ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান

বাজারের সাথে আমাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন ভাষার প্রতিবন্ধকতা, ডিজিটাল অবকাঠামোর আরো উন্নয়ন, তরুণ সমাজকে আরো উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষিত করা, বিদেশিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রমোশনাল কার্যক্রম বিস্তৃতকরণসহ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ আরো বেগমান করা। এবারের এ আয়োজনে দেশের আউটসোর্সিং খাতকে আরও কিভাবে ভালো করা যায় সে বিষয়ে বিশ্বকে জানানো হবে এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বিপিও খাতের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। বিপিও খাতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল তৈরিও এই সামিটের অন্যতম লক্ষ্য। বিপিও খাতে ২০২১ সালের মধ্যে ১ লাখের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এবারের আয়োজনে ৪০ জন স্থানীয় স্পিকার, ২০ জন আন্তর্জাতিক স্পিকার অংশগ্রহণ করবেন। এবারের বিপিও সামিটে ১২টি সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার টার্গেট ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রযুক্তি গ্রহণের হার খুবই ঈর্ষণীয়, যা বিশ্বকে অবাক করে দেয়। এছাড়াও তরুণ সমাজের আধিক্য, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ খাতের সম্প্রসারণ, আইটি/আইটিইএস খাতের ব্যাপকতা-সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশের সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো এবং সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব বাংলাদেশের বিপিও খাতকে আরো গতিশীল করে তুলবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

লেখক : পরিচালক (যুগ্মসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইটি বিপিও নিয়ে কিছু ভাবনা

BPO Summit Bangladesh 2019
Foreign Speaker List

Sl	Name	Designation	Company	Country
1	Ivan R. Shumkov	CEO	Build Academy	USA
2	Vigneswaran Rajashekaran	Managing Director	Purnama Group of Companies	Malaysia
3	Nirmal Kumar	VP Sales- South, East & SAARC	PALADION	India
4	Moyn Uddin	Co-Author	RESILIA	UK
5	Kaustav Ghosh	Senior Advisor	Eptisa Bangladesh Ltd and ADN Group of companies	India
6	Dr. James Poisant	Secretary General	WITSA	
7	Mr. Raj Mohan Vairamuthu	Managing Director	CNC Data, LLC	Singapore
8	Manivanan Kuppusamy	Executive Director	Samdo Smart Solar (M) SDN BHD	Malaysia
9	Michael Drew			USA
10	Brandi Veil	Founder and CEO	Being Investments	USA
11	David McInnis			USA
12	James Dentley			USA
13	Paul Padgett	Chief of Marine Operations	Dreams To Realities	USA
14	Wajed Salam	Chairman and Founder	The Winner's Circle	USA
15	Arijit Chakraborti	Partner	Technology Consulting	India
16	Muhammad Imran Kunalan Bin Abdullah	Advisor/ Principal Consultant	Digital Talent Leadership and People Analytics	Malaysia

---

শিক্ষার্থীরা বইয়ের বোঝার বদলে আইপ্যাড নিয়ে স্কুলে যাবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

টিপস

বিশ্বের অন্যতম ১০টি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস

| মো: শাহাদাৎ হোসেন |

বিপিও বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা

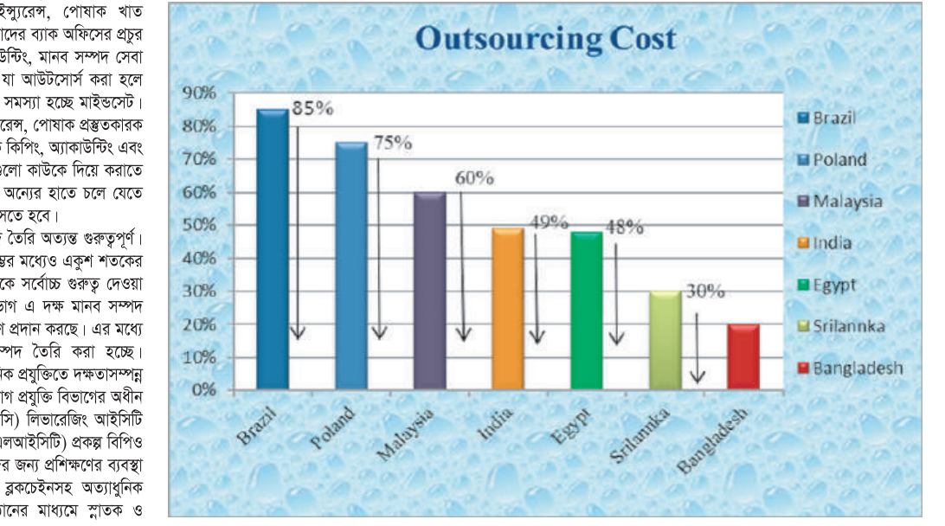

একটি সম্ভাবনাময় খাত

BPO Summit Bangladesh 2019
Date : 21 & 22 April 2019
Venue: Pan Pacific Sonargaon, Dhaka Bangladesh

Summit Schedule

ইজেনারেশন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বেসিস, গ্রামীণফোন ও মাইক্রোসফট

নিউজলেটার ডেস্ক : স্থানীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে বিশেষ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), গ্রামীণফোন লিমিটেড এবং মাইক্রোসফট বাংলাদেশ 'ইজেনারেশন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে। গত ৬ এপ্রিল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আরটিভি বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি ও অগ্রগতিতে সহায়তাকারী সংগঠনগুলোকে স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো এবছর এই পুরস্কারের আয়োজন করেছে ইজেনারেশন লিমিটেড। স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৯ এর বাংলাদেশ চূড়ান্ত পর্বে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ও বিনিয়োগকারী গ্রুপ ইজেনারেশন সর্বশেষ প্রযুক্তি যেমন ব্লকচেইন, ডাটা অ্যানালাইটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বেসিসের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান ও লাওসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির এবং গ্রামীণফোন লিমিটেডের চীফ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন অফিসার কাজী মাহবুব হাসানের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

ইজেনারেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান শামীম আহসান বলেন, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য পরিপূর্ণ ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তাকারী ও স্থানীয় স্টার্টআপ কমিউনিটিতে কার্যকরী উদ্যোগের পিছনের সকলকে স্বীকৃতি দেয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এসব সংগঠনকে আমাদের উৎসাহ প্রদান করা উচিত, কারণ তাদের ভূমিকা অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে, স্টার্টআপকে স্কেলিং, নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করা, উদ্ভাবনে প্রেরণা দেয়া এবং উদ্যোক্তাগিরির পথে ধাবিত করতে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশের সকল গ্রাম হবে ডিজিটাল গ্রাম : তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

নিউজলেটার ডেস্ক : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশের সকল গ্রাম হবে ডিজিটাল গ্রাম। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ জনপদে তথ্যপ্রযুক্তির সকল সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী ইশতেহারে যে আমার গ্রাম আমার শহরের কথা বলেছিলেন তা আজ ডিজিটাল গ্রামে রূপান্তর ঘটছে।

সিংড়া থানার সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ মার্চ বিকেলে সিংড়া কোর্ট মাঠে শোভাযাত্রা-উত্তর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, আগামীতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে মানব সম্পদ। সেই সম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। আমাদের অতীতের সময়ের মধ্যে গত ১০ বছরে আমরা ডিজিটাল যুগে এসে পৌঁছেছি। এই দেশের অমিত সম্ভাবনাময় যুব শক্তি তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে ব্যবহার করে দেশকে উন্নত বাংলাদেশের পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ষাট এর দশকে এই উপমহাদেশের মধ্যে সিংড়ার হুলহুলিয়া গ্রামের কম্পিউটার প্রোগ্রামার হানিফ উদ্দিন মিয়ার হাত ধরে এই দেশে কম্পিউটারের প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে বাংলাদেশ আইটিএল এর সদস্য পদ লাভ করে এবং বেতবুনিয়াতে স্থাপিত হয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, দেশের ১৬ কোটি মানুষকে দুই লাখ পুলিশের সদস্য নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে। ইতোমধ্যে এক হাজার থানাকে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। ৯৯৯ নম্বর ব্যবহার করে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন মানুষ পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের জরুরি সেবা পাচ্ছেন।

নাটোরের পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম, পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের ডি আই জি এম. খুরশীদ হোসেন, নাটোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান খান, নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুশান্ত কুমার মাহাতো, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিংড়া সার্কেল) মীর আসাদুজ্জামান, সিংড়া থানা অফিসার ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সিংড়া থানার সার্ধশত (১৫০
বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের

এর আগে প্রধান অতিথি বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং

ক্রেতাদের দরজায় খাবার পৌঁছে দিচ্ছে ড্রোন

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অস্ত্রের চেয়ে বেশি ছিল নিবেদিত যোদ্ধা

ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এটুআই-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিপিও খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান

| মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী |

ডিকোনমি গড়ে তোলায় বিপিও একটি সম্ভাবনাময় খাত

| অজিত কুমার সরকার |

প্রযুক্তিতে উন্নত-অনুন্নত সবার একসঙ্গে কাজ করতে হবে : পলক

বিপিও বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা

বিপিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় খাত

| ওয়াহিদ শরীফ |